Basic View Bangladesh Written- 46th
Made by Md Nayem Hossen

অধ্যায়- ১১ : বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

প্রশ্ন : গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের গুরুত্ব কী? ৪৩তম

গণতন্ত্র হলো এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে নির্ধারিত মেয়াদ শেষে সরকার পরিবর্তনের লক্ষ্যে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যাতে প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার থাকে। এ ব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ থাকে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা এবং রাষ্ট্রের কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও কল্যাণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের গুরুত্ব

১. গণতন্ত্রের বিশ্বজনীন চারটি বৈশিষ্ট্যের দুটি হচ্ছে -
   - সর্বজনীন ভোটাধিকার,অর্থাৎ সব নাগরিক ভোটের দ্বারা জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতায় অংশগ্রহণের সমান অধিকার ভোগ করবে।
   - অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে আইনসভা ও সরকার গঠিত হবে।

২. **গণতন্ত্রের একটি মৌলিক বিষয় হলো নির্বাচন।** নির্বাচন ছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চিন্তা করা যায় না। রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন স্তরে জনপ্রতিনিধি বাছাইয়ের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ।

৩. **গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূল হচ্ছে জনগণ।** নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং ভোটদানের মাধ্যমেই জনগণ তাদের এই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে। জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারাই সরকার গঠিত ও পরিচালিত হয়। সুতরাং নির্বাচন ব্যবস্থার সাথে বৈধ কর্তৃপক্ষ নির্বাচন এবং গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের সম্পর্ক রয়েছে।

৪. **নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জনগণ চাইলে পূর্ববর্তী সরকার ও দলকে প্রত্যাখ্যান করতে** পারে। যে সরকার বা দল জনগণের স্বার্থ বা জনমতের বিরোধিতা করে তার বা তাদের প্রতি জনগণের আস্থা থাকে না। নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণ তাদের জবাব প্রদান করে। গণতন্ত্র জনগণের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দেয়। জনগণের সার্বভৌমক্ষমতার প্রয়োগ ঘটে নির্বাচনের মাধ্যমে ।

৫. **গণতন্ত্র ও নির্বাচন সমার্থক শব্দ নয়, তবে দ্বিতীয়টি প্রথমটির পরিপূরক।** নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র হয় না আবার গণতন্ত্র ছাড়া নির্বাচন প্রায় অর্থহীন। গণতন্ত্র ছাড়া নির্বাচন আত্মাহীন দেহের মতো। তাই দেশে দেশে গণতন্ত্র পাওয়ার আশায় হাজার বছর ধরে নির্বাচনচর্চা অব্যাহত রয়েছে।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৪৩তম

নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবং নির্বাচন কমিশনারদের পদ হলো সাংবিধানিক পদ। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি দক্ষ, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ম ভাগে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা, নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ, তাদের পদে মেয়াদ ও দায়িত্ব সংক্রান্ত বিধান বর্ণিত হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন গঠন: ১১৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক ৪ জন নির্বাচন কমিশনার (সর্বোচ্চ মোট ৫ জন) নিয়ে বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে।

নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ:

ইসি আইন বিল ২০২২ অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের জন্য সার্চ কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে।

সার্চ কমিটি:

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি সার্চ কমিটি ইসির প্রার্থীদের তালিকা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাবে। কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ–

- ০১ জন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি
- কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল
- বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান এবং
- রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত আরও ২ জন ব্যক্তি থাকবেন। ওই দুইজন বিশিষ্ট নাগরিকের মধ্যে একজন নারী থাকেন।

বিলের একটি বিধান সার্চ কমিটিকে রাজনৈতিক দলগুলোর নাম জানতে চাওয়ার অনুমতি দেয়, তবে রাজনৈতিক দলগুলো ইসি গঠন প্রক্রিয়ায় সরাসরি জড়িত নয়।

প্রধান নির্বাচন কমিশন (সিইসি) ও নির্বাচন কমিশনারদের ০৩টি যোগ্যতা থাকতে হবে

১. তাকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
২. ন্যূনতম ৫০ বছর বয়স হতে হবে।
৩. কোনো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, বিচার বিভাগীয়, আধা সরকারি বা বেসরকারি পদে তার অন্যূন ২০ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

এ বিলে সিইসি ও নির্বাচন কমিশনারদের ০৬টি অযোগ্যতার কথা বলা হয়েছে। অযোগ্যতা সমূহ হচ্ছে–

১. যদি আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত হন।
২. দেউলিয়া হওয়ার পর দায় হতে অব্যাহতি না পেয়ে থাকেন।
৩. কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব নেন বা বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন।
৪. নৈতিক স্খলনজনিত ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্যূন ০২ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।
৫. ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইব্যুনালস) অ্যাক্ট-১৯৭৩ বা বাংলাদেশ কোলাবরেটরস (স্পেশাল ট্রাইব্যুনালস) অর্ডার-১৯৭২ এর অধীনে কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়ে থাকেন।
৬. আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করছে না, এমন পদ ব্যতীত প্রজাতন্ত্রের কর্মে লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

নির্বাচন কমিশনারদের পদের মেয়াদ ও অপসারণ: ১১৮ (৩) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনারদের পদের মেয়াদ কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে ৫ বছর পর্যন্ত। এখানে কমিশনারদের বয়সের কোনো শর্ত নেই।

নির্বাচন কমিশনারদের অপসারণের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা যেসব কারণে ও যে পদ্ধতিতে অপসারিত হতে পারেন, নির্বাচন কমিশনাররাও সেই সব কারণে এবং অনুরূপ পদ্ধতিতে অপসারিত হতে পারেন।

নির্বাচন কমিশনারদের কাজের স্বাধীনতা: ১১৮ (৪) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনারগণ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে এবং সংবিধান ও আইনের অধীন থাকবে।

নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলি: সংবিধানের ১১৯ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন-

১. রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে।
২. সংসদ সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে।
৩. সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করবে।
৪. রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করবে।
৫. আইন দ্বারা আরোপিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রসারে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা আলোচনা করুন। ৪৩তম/৪১তম/৩৭তম

আধুনিক গণতন্ত্র হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সফলতার পূর্বশর্ত হচ্ছে নির্বাচন।

১. **সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা:**
নির্বাচন কমিশনের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২. **নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ:**
নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন অঞ্চলের আয়তন, জনসংখ্যা, ভূখন্ডগত অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করে।

৩. **ভোটার তালিকা তৈরি:**
প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারদের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভূক্তকরণের মাধ্যমে ভোটারদের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ, সে অনুযায়ী নির্বাচনী কেন্দ্রগুলোতে সরঞ্জমাদি সরবরাহ ইত্যাদি নির্বাচন কমিশনের কাজ।

৪. **ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ:**

নুতন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, মৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া ভোটার তালিকায় ভুল সংশোধন, নির্বাচকমন্ডলীর নির্বাচনী এলাকা পরিবর্তনের কারণে তালিকা পরিবর্তন ইত্যাদি হালনাগাদকরণের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যবস্থা করে থাকে।

৫. **প্রার্থিতা/মনোনয়নপাত্র বাছাই:**
নির্বাচনের জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র গ্রহণের পর সেখানে প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা যাচাই করে নির্বাচন কমিশন প্রার্থীর যোগ্যতা-অযোগ্যতা নির্ধারণ করে।

৬. **নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা:**
নির্বাচন কমিশন নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'নির্বাচনী তপশিল' (Election schedule) ঘোষণা করে। নির্বাচনী তপশিলে নির্বাচনী এলাকা, নির্বাচনের নিয়ম কানুন, ভোটদানের নিয়ম, প্রার্থীর যোগ্যতা, নির্বাচনী প্রচারের বিধি-বিধান, ভোটারের যোগ্যতা প্রভৃতি বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।

৭. **রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ:**
নির্বাচনের সময় নির্বাচন তদারকি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় দেখভালের জন্য রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা হয়। রিটার্নিং অফিসার স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় প্রতিনিধি ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় উক্ত দায়িত্ব পালন করেন।

৮. **নির্বাচনী আইনের বাস্তবায়ন তদারকি:**
নির্বাচন কমিশন শুধু নির্বাচনের বিভিন্ন নিয়মকানুন জানিয়ে দেয় না বরং তার যথাযথ প্রোয়োগের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করে।

৯. **ভোট গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ:**
ভোট গ্রহণের পর ব্যালট পেপার গণনা করে সকল প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের হিসাব জানানোর পাশাপাশি বেশি ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিজয়ী ঘোষণা করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব।

১০. **নির্বাচিত সদস্যের অযোগ্যতা যাচাই:**
কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তার সদস্য পদের অযোগ্যতা সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বিতর্ক দেখা দিলে বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত হয়, কমিশন উক্ত বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ দলসমূহের ভূমিকা/গুরুত্ব? ৪১তম

RPO বা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী 'পর্যবেক্ষণ সংস্থা' বলতে বুঝায় এমন সংস্থা যা বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন হতে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ দলসমূহ মূলত ০২ ধরনের হয়ে থাকে। যথা: স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক।

উভয় প্রকার পর্যবেক্ষণ দলই নির্বাচন কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করে। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ দলের মূলকাজ হচ্ছে নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা, স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা, নির্বাচনের স্বচ্ছতা, নির্বাচন কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, নির্বাচনি কর্মকর্তা ও প্রার্থীদের আচরণ, নির্বাচনে জনঅংশগ্রহণ, নির্বাচনের পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ পূর্বক রিপোর্ট তৈরি ও তা জনসম্মুখে প্রকাশ করা।

বাংলাদেশের নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ দলসমূহের **গুরুত্ব নিম্নে উল্লেখ করা হলো-**

১. বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নকামী গণতান্ত্রিক দেশ। নির্বাচনে স্বচ্ছতা, জাবাবদিহিতা ও জনঅংশগ্রহণের অভাবের প্রশ্ন প্রায়ই উত্থাপিত হতে দেখা যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন তাদের **নিরপেক্ষতার প্রমাণ পদর্শনের জন্য** স্বচ্ছ নির্বাচনি পর্যবেক্ষক দলসমূহকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

২. পর্যবেক্ষণ দলসমূহের এ ধরনের কার্যক্রম একদিকে যেমন নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করতে ভূমিকা পালন করে, অন্যদিকে নির্বাচন কমিশনকে তদের কাজের ত্রুটি, বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। ফলে কোনো একটি নির্বাচনের রিপোর্ট থেকে নির্বাচন কমিশন পরবর্তী নির্বাচনে নিজেদের ভুল-ত্রটিগুলো শুধরে নিতে পারে। তাছাড়া নির্বাচন পর্যক্ষেণ দলসমূহের রিপোর্ট নির্বাচনে কোনো কারচুপি হয়েছে কিনা, জনগণের অংশগ্রহণ কতটুকু ছিল তাও তুলে ধরা হয়। ফলে দেশের জনগণ যেমন এগুলো সম্পর্কে অভিহিত হতে পারে, তেমনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও নির্বাচন সম্পর্কে সঠিক ও স্বচ্ছ একটি ধারণা লাভ করতে পারে। যা **আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি তৈরিতে** গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, বিশেষত বিদেশি পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতির একটা অন্যতম দিক হচ্ছে, তা যাঁরা নির্বাচন পরিচালনা করেন তাঁদের ওপরে এক ধরনের অতিরিক্ত নজরদারির ব্যবস্থা করে এবং তাঁদের এক ধরনের জবাবদিহিতার মুখোমুখি করে, যদিও দৃশ্যত পর্যবেক্ষকদের কোনো আইনি ক্ষমতা নেই। এটি এক ধরনের **নৈতিক চাপের সৃষ্টি করতে** সক্ষম হয়।

৪. বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, **পর্যক্ষেকগণ নির্বাচনকে বিশ্বাসযোগ্য কর**ে তোলেন। বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন হলে তাতে বেশি ভোটার অংশ নেন।

৫. যেসব ক্ষেত্রে নির্বাচনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে বা নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হবার আশঙ্কা থাকে, সেখানেই তৃতীয় পক্ষ হিসেবে বিদেশি পর্যবেক্ষকের উপস্থিতির তাগিদ তৈরি হয়।

৬. নির্বাচন **পর্যবেক্ষ**ণের ফল এবং গবেষকদের বিশ্লেষণ হচ্ছে এই যে, ভোট জালিয়াতির ঘটনা প্রকাশিত হবে- এই ভয় জালিয়াতি থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়, **পরাজিতরা ফলাফল মানতে আগ্রহী হয় এবং নির্বাচনে বিজয়ীদের বৈধতা তৈরি হয়।**

প্রশ্নঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আইন (আরপিও) বলতে কী বোঝেন? ২০২৩ সালের সংশোধনী লিখুন। ৪১তম

বাংলাদেশে সংবিধানের আওতায় নির্বাচন সংশ্লিষ্ট যতগুলো আইন আছে তার মধ্যে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত মূল আইন হলো আরপিও বা গণপ্রতিনিধিত্ব আইন।বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীতে সংবিধান তৈরির পর নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রথমবারের মতো আরপিও বা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ প্রণয়ন করা হয়েছিলো। নির্বাচনের জন্য দেশের মানুষের গণঅধিকার কোনগুলো এবং এ অধিকার রক্ষায় নির্বাচন কমিশন কী করবে সেটিই বলা হয়েছে আরপিওতে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (RPO) হলো সংবিধানের এ ধারা বলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত আইন। যদিও এর শিরোনামে 'আদেশ' (order) শব্দের উল্লেখ রয়েছে তবুও তা অ্যাক্টের মর্যাদায় ভূষিত। এটি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ নামে সমধিক পরিচিত। এটি ছিল ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ১৫৫ নম্বর আদেশ। ১৯৭৩ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় সংসদে আদেশটি অনুমোদন লাভ করে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধন

সর্বশেষ ৪ জুলাই, ২০২৩ সংসদে পাশ হয়েছে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন ২০২৩।

১. আরপিও সংশোধন অনুযায়ী, অনিয়মের কারণে ইসির নির্বাচনের যে কোনো পর্যায়ে ভোট বন্ধ করার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু সংশোধনীতে এই ক্ষমতা সীমিত করে শুধু ভোটের দিন অনিয়মের কারণে নির্দিষ্ট সংসদীয় আসনের নির্দিষ্ট কেন্দ্রের ভোট বন্ধ করতে পারার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে ইসিকে।

২. আরপিওর সংশোধনী অনুযায়ী, রিটার্নিং কর্মকর্তা ফলাফল ঘোষণা করার পর কোনো আসনের পুরো ফলাফল স্থগিত বা বাতিল করতে পারবে না ইসি। যেসব ভোটকেন্দ্রে অনিয়মের অভিযোগ আসবে, শুধু সেসব ভোটকেন্দ্রের ফলাফল স্থগিত করা যাবে। এরপর তদন্ত সাপেক্ষে ফলাফল বাতিল করে ওই সব কেন্দ্রে নতুন নির্বাচন দিতে পারবে ইসি।

৩. সংশোধনীতে 'ইলেকশন (election)' শব্দকে 'পোলিং (polling)' শব্দ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

৪. নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্বে থাকা গণমাধ্যমকর্মী এবং পর্যবেক্ষকদের কাজে কেউ বাধা দিলে সর্বনিম্ন ০২ বছর থেকে সর্বোচ্চ ০৭ বছর কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

৫. সংশোধিত আরপিওতে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগের দিন পর্যন্ত ক্ষুদ্র ঋণ এবং টেলিফোন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানির সরকারি সেবার বিল পরিশোধের সুযোগ দেয়া হয়েছে। আগে মনোনয়ন দেয়ার ০৭ দিন আগে এসব 'ঋণ' পরিশোধ করতে হতো।

প্রশ্ন : দুর্নীতি দূরীকরণের ক্ষেত্রে নির্বাচনী ব্যয় হ্রাসকরণ একটি মহৌষধ- মতামত দিন?- ৩৭তম

সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীর খরচঃ

নির্বাচন	ভোটার প্রতি খরচ	প্রার্থীর সর্বোচ্চ খরচ
দ্বাদশ সংসদ	১০ টাকা	২৫ লাখ টাকা
একাদশ সংসদ	১০ টাকা	২৫ লাখ টাকা
দশম সংসদ	০৮ টাকা	২৫ লাখ টাকা
নবম সংসদ	০৫ টাকা	১৫ লাখ টাকা
অষ্টম সংসদ	০৫ টাকা	০৫ লাখ টাকা

উপর্যুক্ত চার্ট থেকে দেখা যায়, গত তিনটি নির্বাচনে প্রার্থীর সর্বোচ্চ খরচ একই রয়েছে। ফলে নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে দলীয় খরচঃ

প্রার্থী সংখ্যা	দলীয় সর্বোচ্চ খরচ
০-৫০ জন	৭৫ লাখ টাকা
৫১-৯৯ জন	১.৫ কোটি
১০০-১৯৯	৩ কোটি
২০০+ জন	৪.৫ কোটি

**দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে মোট দলীয় খরচ হয়েছে ৯ কোটি ২৭ লাখ টাকা। এর মধ্যে শুধু আওয়ামী লীগের দলীয় খরচ হয়েছে ২ কোটি ৭৭ লাখ টাকা (প্রায়)।

প্রকাশ থাকে যে, নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস হলে দুর্নীতি দূর করা সম্ভব। কেননা–

১. নির্বাচনে অর্থের প্রভাব খাটানো সম্ভব হয় না।
২. পেশী শক্তি ব্যবহার হ্রাস পায়।
৩. অবৈধভাবে ভোটকে প্রভাবিত করা যায় না।
৪. নির্বাচনী দায়িত্ব পালনকালে অহেতুক কর্তৃত্ব থাকে না।
৫. শৃঙ্খলাবাহিনীর অপব্যবহার অসম্ভব হয়।

প্রশ্ন : পৌরসভা নির্বাচন বিধি- ২০১৫ লিখুন।- ৩৫তম

বর্তমানে এই প্রশ্নের গুরুত্ব নাই। ক্লাস নোট থেকে উপজেলা নির্বাচন বিধিমালা ২০২৪ পড়ুন।

প্রশ্ন : নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বলতে কী বোঝায়?

লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড দাবি করার অর্থ হলো–

"নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সব দল ও সব প্রার্থী সমান সুযোগ-সুবিধা পাবেন।"

এ দায়িত্বটি মূলত নির্বাচন কমিশনের। তবে নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য তা নয়। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হতে হবে সবার জন্য। সেটা ভোটার থেকে ভোট গ্রহণের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা-কর্মচারী সবার জন্য। ভয়হীন, সংশয়হীন, সংকোচহীন ভাবে ভোটাররা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারলে, সেটাই বরং লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের বড় উদারহরণ হতে পারে।

একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের জন্য নির্বাচনী মাঠের সমতা তথা Level Playing Field নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। যেমন একটি ফুটবল খেলা নিরপেক্ষভাবে আয়োজনের জন্য একজন নিরপেক্ষ রেফারির পাশাপাশি মাঠকেও সমতল রাখা হয়, যাতে কোনো একটি দল বিশেষ সুবিধা না পায়। এছাড়া অতিরিক্ত বাতাসের প্রবাহ ও পারিপার্শ্বিক কারণে কোনো একটি দল যাতে বাড়তি সুবিধা না পায় সেজন্য ৪৫ মিনিট পর পার্শ্ব পরিবর্তন করা হয়। তাছাড়া খেলায় ফাউল করলে শাস্তিস্বরূপ রেফারি কর্তৃক লাল ও হলুদ কার্ড দেখানো, অফসাইড হলে গোল বাতিল ও সাম্প্রতিক সময়ে গোল বাতিলে প্রযুক্তির সহায়তা নেয়া হচ্ছে।

নির্বাচন হলো–

'Right, power or privilege of making a choice'

অর্থাৎ বেছে নেয়ার ক্ষমতা, অধিকার ও বিশেষ সুযোগ। তাই যেখানে বিকল্প থাকে না, সেখানে বেছে নেয়ার সুযোগও থাকে না। ফলে কোনো ভোটের আয়োজনের ক্ষেত্রে যদি বিকল্প প্রার্থী না থাকে, তাহলে সেটিকে নির্বাচন বলা সংগত নয়।

প্রশ্ন : নির্বাচনী আচরণ বিধি সম্পর্কে লিখুন। (সংসদ নির্বাচন- ২০২৪ বিধিমালা)

প্রার্থীদের আচরণ, দলগুলোর আচরণ, সংসদ সদস্য, মন্ত্রিসভার সদস্যু সবার ব্যাপারেই এই আচরণবিধি প্রযোজ্য।

Representation of the People Order, ১৯৭২ এর Article ৯১ই এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করে-

০১. কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি, প্রদান নিষিদ্ধ

কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে উক্ত প্রার্থীর নির্বাচনী এলাকার মধ্যে বা অন্যত্র অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করিতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না।

০২. সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো ইত্যাদি ব্যবহারঃ

সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ, সার্কিট হাউজ বা কোন সরকারি কার্যালয়কে কোন দল বা প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

০৩. সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা নিষেধ

কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি—

(ক) প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার পাইবে তবে প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড বা উহাতে বাধা প্রদান করিতে পারিবে না;

(খ) সভার দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিবে তবে এইরূপ অনুমতি লিখিত আবেদন প্রাপ্তির সময়ের ক্রমানুসারে প্রদান করিতে হইবে;

০৪. পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ

(ক) সিটি কর্পোরেশন এবং পৌর এলাকায় অবস্থিত দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুত ও টেলিফোনের খুঁটি বা অন্য কোন দন্ডায়মান বস্তুতে;

(খ) সমগ্র দেশে অবস্থিত সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহে; এবং

(গ) বাস, ট্রাক, ট্রেন, স্টিমার, লঞ্চ, রিক্সা কিংবা অন্য কোন প্রকার যানবাহনে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল আঠা দিয়ে লাগাতে পারিবে না।

০৫. যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধঃ

কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি—

(ক) কোন ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌ-যান, ট্রেন কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বাহির করিতে পারিবে না কিংবা কোনরূপ শোডাউন করিতে পারিবে না;

(খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শোডাউন করিতে পারিবে না;

(গ) নির্বাচনী প্রচার কার্যে হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করা যাইবে না তবে দলীয় প্রধানের যাতায়াতের জন্য উহা ব্যবহার করিতে পারিবে কিন্তু যাতায়াতের সময় হেলিকপ্টার হইতে লিফলেট, ব্যানার বা অন্য কোন প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন বা বিতরণ করিতে পারিবে না;

(ঘ) নির্বাচনে শান্তি শৃংখলা রক্ষার সুবিধার্থে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবহান চালাইতে পারিবে না।

০৬. দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।

কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি—

(ক) দেওয়ালে লিখিয়া কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না; এবং

(খ) কালি বা রং দ্বারা বা অন্য কোনভাবে দেওয়াল ছাড়াও কোন দালান, থাম, বাড়ী বা ঘরের ছাদ, সেতু, সড়ক দ্বীপ, রোড ডিভাইডার, যানবাহন বা অন্য কোন স্থাপনায় প্রচারণামূলক কোন লিখন বা অংকন করিতে পারিবেন না।

০৭. গেইট বা তোরণ নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বাধা নিষেধঃ

কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি—

(ক) নির্বাচনী প্রচারণায় কোন গেইট বা তোরণ নির্মাণ করিতে পারিবেন না কিংবা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না;

(খ) নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না;

০৮. উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান, উচ্ছৃংখল আচরণ এবং বিস্ফোরক বহন সংক্রান্ত বাধা নিষেধ

কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি—

(ক) নির্বাচনী প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া বক্তব্য প্রদান বা কোন ধরনের তিক্ত বা উস্কানীমূলক কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না;

(খ) মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয়ে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না;

০৯. প্রচারণার সময়

কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের ০৩ সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না।

১০. মাইক ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষধ

কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনী এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই) ঘটিকা হইতে রাত ৮ (আট) ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবেন।

১১. সরকারি সুবিধাভোগী কতিপয় ব্যক্তির নির্বাচনী প্রচারণা সংক্রান্ত বাধা নিষেধ

- সংসদের কোন শূন্য আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার ক্ষেত্রে সরকারের কোন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী কিংবা উক্ত মন্ত্রীদের পদমর্যাদা সম্পন্ন সরকারি সুবিধাভোগী কোন ব্যক্তি সংশিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচন-পূর্ব সময়ের মধ্যে কোন সফর বা নির্বাচনী প্রচারণায় যাইতে পারিবেন না ঃ তবে শর্ত থাকে যে, সংশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নির্বাচনী এলাকার ভোটার হইলে তিনি কেবল ভোট প্রদানের জন্য উক্ত এলাকায় যাইতে পারিবেন।
- নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচনী এলাকায়, সংশিষ্ট জেলায় বা অন্য কোথাও কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচনী কাজে সরকারি প্রচার যন্ত্রের ব্যবহার, সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে ব্যবহার বা সরকারি যানবাহন ব্যবহার করিতে পারিবেন না এবং রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ বা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

১২. নির্বাচনী ব্যয়সীমা সংক্রান্ত বাধা নিষেধ

কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্ধারিত নির্বাচনী ব্যয়সীমা কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করিতে পারিবেন না।

১৩. ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার

- ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী কর্মকর্তা কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে।
- কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করিতে পারিবেন না।
- পোলিং এজেন্টগণ তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৪. বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ

- কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ০৬ মাসের কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
- কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

১৪টি পয়েন্টই পড়বেন। পরীক্ষায় যেকোন ১/২টি পয়েন্ট ডেটেইল লিখতে বলতে পারে।

প্রশ্ন : নির্বাচক মণ্ডলী কারা? নির্বাচকমণ্ডলীর ভূমিকা কী?

গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচকমণ্ডলী একটি অপরিহার্য অঙ্গ। অধ্যাপক গেটেলের মতে, নির্বাচকমণ্ডলী কার্যত সরকারের একটি স্বতন্ত্র ও অত্যন্ত প্রভাবশালী শাখা । গণতান্ত্রিক শাসন বাবস্থায় নির্বাচনকে স্বচ্ছ ও সার্বজনীন করার ক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলীর গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। নির্বাচকমণ্ডলী একটি সাংবিধানিক পদমর্যাদার কর্মকর্তা। যারা নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে নির্বাচন পরিচালনা করে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

নির্বাচকমণ্ডলীঃ

দেশের আইন অনুযায়ী যারা সাধারণ নির্বাচনে ভোটেদানের অধিকার উপভোগ করেন সার্বিকভাবে তাদের সমষ্টিকে নির্বাচকমণ্ডলী বুঝায়।

JW Garner বলেন, `An electorate is the bodz of citizens which is most democratic states determines in the last analysis the form of government of the state and choose those who guide and direct its affairs.'

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উইলবী বলেন, "প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হচ্ছে নির্বাচকমণ্ডলী।"

সুতরাং নির্বাচকমণ্ডলী বলতে আইন অনুযায়ী ভোটোধিকারপ্রাপ্ত নাগরিকদের সমষ্টিকে বুঝায়, যারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করে সরকার গঠনে এবং শাসন কার্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় ভূমিকা পালন করে।

নির্বাচকমণ্ডলীর কার্যাবলি:

১। প্রতিনিধি নির্বাচনঃ

নির্বাচকমণ্ডলীর প্রধান কাজ হলো সরকার পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করা। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে নির্বাচকমণ্ডলী আইনসভার সদস্যদেরকে নির্বাচিত করে। অপরদিকে, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের প্রশাসন জনগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়।

২। সরকার পরিবর্তনঃ

সরকার পতন এবং পরিবর্তনে নির্বাচকমণ্ডলী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। জনপ্রতিনিধিরা জনস্বার্থের পক্ষে কাজ করছে কি না নির্বাচকমণ্ডলী তা নিবিড়ভাবে লক্ষ করে। কোনো জনপ্রতিনিধি জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করলে নির্বাচকমণ্ডলী পরবর্তী নির্বাচনে সরকার পরিবর্তনের জন্য নতুন প্রতিনিধি নির্বাচন করার ক্ষমতা রাখে।

৩। প্রবহমান জনমতের প্রতিফলনঃ

প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলীর প্রকৃত জনমতের প্রতিফলন ঘটে। এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী আইনসভা জনমতের প্রকৃত দর্পণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪। গণতন্ত্রের সফল বাস্তবায়নঃ

নির্বাচকমণ্ডলী সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী কার্যক্রমের সমালোচনা করে। এ ধরনের সমালোচনা সরকারকে স্বেচ্ছাচারী হওয়া থেকে বিরত রাখে। গণতন্ত্রে জনগণ সরকারি কাজে সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এভাবে নির্বাচকমণ্ডলী গণতন্ত্রের সফল বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫। সরকারকে নিয়ন্ত্রণঃ

আধুনিক গণতন্ত্রে সরকারের অস্তিত্ব রক্ষায় নির্বাচকমণ্ডলীর ভূমিকা অনেক। আধুনিক প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার যদি জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করে তাহলে নির্বাচকমণ্ডলী গণভোট, গণউদ্যোগ ও গণনির্দেশের মাধ্যমে তা রোধ করে এবং সরকারকে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাখে।

৬। সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধনে সহায়তা দানঃ

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধনে নির্বাচকমণ্ডলী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মতামতের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধন করা হয়।

৭। সরকারের অপরিহার্য অঙ্গঃ

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচকমণ্ডলী সরকারের অপরিহার্য অঙ্গ বা সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নির্বাচকমণ্ডলীকে সরকারের চতুর্থ বিভাগ হিসেবে অবহিত করেন।

৮। সরকার ও জনগণের সেতুঃ

সরকার এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচকমণ্ডলী সরকারের কার্যক্রম ও জনগণের আশা- আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটান। এটি সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতু সৃষ্টি হয।

৯। ভোটাধিকার প্রয়োগঃ

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যোগ্য, বিজ্ঞ, দক্ষ প্রার্থী নির্বাচন করা নির্বাচকমণ্ডলীর এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বিশেষ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। জনগণের এ শক্তি একমাত্র ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়।

১০। সরকারকে সহায়তাদানঃ

সরকার কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে নির্বাচকমণ্ডলীর সহায়তা কামনা করে। সেই মুহূর্তে নির্বাচকমণ্ডলী সরকারকে সহায়তা করে শাসন কাজ পরিচালনা করতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে।

১১। আইন প্রণয়নে প্রভাব বিস্তারঃ

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে নির্বাচকমণ্ডলী আইন প্রণয়ন ও পরিবর্তনে সরাসরি অংশগ্রহণ করে থাকে। আইনসভায় জনগণের জন্য কল্যাণকর আইন প্রণয়নের সময় নির্বাচকমণ্ডলী আইনসভার সদস্যদেরকে প্রভাবিত করতে পারে।

১২। একনায়কতন্ত্র ও দুর্নীতি রোধঃ

জনমতের উপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। সাধারণত নির্বাচকমণ্ডলী সৎ, দক্ষ ও বিজ্ঞ প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে থাকেন এবং এভাবে তারা একনায়কতান্ত্রিক শাসন ও দুর্নীতি রোধ করে থাকেন।

১৩। রাজনৈতিক দলের উপর নিয়ন্ত্রণঃ

নির্বাচকমণ্ডলী রাজনৈতিক দলের উপরও প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। নির্বাচকমণ্ডলীর মতামত বা তাদের চিন্তাধারা দ্বারা রাজনৈতিক দলগুলো প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়।

১৪। জাতীয় সমস্যার সমাধানঃ

রাষ্ট্রে যেকোনো ধরনের জাতীয় সমস্যার সৃষ্টি হলে সেই সমস্যা সমাধানে নির্বাচকমণ্ডলী সরকারের সাথে এক হয়ে কাজ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারকে চাপ দিতে থাকে চাপের মুখে সরকার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।

১৫। জনমত গঠনঃ

নির্বাচকমণ্ডলী তাদের ভোটাধিকার প্রদান করে।পাশাপাশি রাষ্ট্রের অন্যান্য জনগণকে ভোট দানে উৎসাহিত করে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও যোগাযোগের মাধ্যমে কোন সরকারের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে অবস্থান করে। তাই নির্বাচকমণ্ডলীকে জনমতের ব্যারোমিটার বলা হয়।